মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী বগুড়া ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল ফকরউদ্দিন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মো: ওসমান গনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এর আগে ক্যাপটেন নাসির উদ্দিন উপস্থিত থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

ক্যাপ্টেন আরমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া ও মেহেরপুর পৌর এলাকার অসহায় দিনমজুরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অসহায় মানুষের পাশে দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক হাশেম রেজা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও জীবন নগর উপজেলায় করোনা মহামারীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায় ওগরীব মানুষের মধ্যে নয় হাজার অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মো: হাশেম রেজা।

দিন রাত পরিশ্রম করে করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে পায়ে হেটে প্রতিটা পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, সাবান ও মাস্ক প্রদান করেন।

এই আপদ কালীন সময়ে সহযোগিতা অব্যহত রেখেছে উপরন্ত ০১৭১১-১৩৫৫১৭ মোবাইল নং দিয়ে আসছে কারন এই আপদ কালীন সময়ে যেকোন মুহূর্তে যে কোন সময় ফোন করলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

দেশনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ২২শে মার্চ হতে করোনা যুদ্ধে করব জয়, বাসার বাইরে আর নয় এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গণসচেতনতা মুলক প্রচারাভিযান অব্যহত রেখেছে।

দেশের এ সংকটময় সময়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে গরীব ও অসহায় মানুষের সেবায় আত্ম নিয়োগ করে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই নেতা।

যদিও তিনি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী তবুও বর্তমানে সব কিছু ভুলে করোনার বিপক্ষে মানুষের সহযোগিতায় আত্ম নিয়োগ করেছেন। নিজে নিরাপদ থাকি এবং দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষায় সহযোগিতা করি।

চুয়াডাঙ্গার হাট-বাজারে মানুষের ভীড় বন্ধ হয়নি

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাবাসিকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানানো হলেও তা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না।

হাট-বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় থাকছে। মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার অজুহাতে ঘরের বাইরে আসছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কাচাবাজার ও মাছ

মাংস কেনার বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় দেখা গেছে। গ্রাম এলাকা গুলোতে বিকেলের দিকে মানুষ বাইরে আসছে বেশি। মানুষকে ঘরে ফেরানোর জন্য পুলিশকে রীতিমত অভিযান চালাতে দেখা গেছে।

জেলা প্রশাসনও প্রতিদিনই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বাইরে আসায় অনেককে জরিমানা করছে। মানুষের চলাচল কমানোর জন্য শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয়ভাবে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

অনেক গ্রামে ঢুকতে হলে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নি¤œ আয়ের মানুষের মাঝে ২য় পর্যায়ে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দাম বাজার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসুচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারন মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন।
সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া, শসা ও বাধাকপি। কয়েক শত মানুষ এসব সবজি পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের

অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়। সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা দ্বিতীয় বারের মতো বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি।

মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা উল্লেখ করে লালন আরও বলেন, কর্মহীন হয়ে পড়া এসব দিনমজুর অসহায় মানুষদের মাঝে চাল ডাল তেল সামগ্রী বিতরণ করলেও আমরা কুষ্টিয়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ফ্রী সবজী দেওয়ার।

এরআগে গেলো সোমবার শহরের বিভিন্ন স্পটে ৮০ মন সবজি বিতরণ করা হয়। এতে করে খেটে খাওয়া মানুষের কিছুটা হলেও উপকারে আসছে। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এর আগে ইবি ছাত্রলীগের নেতা লালন ও আরাফাতের নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধোয়ার সাবান সচেতনতা মূলোক প্রচার পত্র এবং বিভিন্ন দোকানিদের মাঝে হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বিএটিবির অফিস খোলা: চলছে তামাক ক্রয়-বিক্রয়

সারা পৃথিবী যখন ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে অফিস খোলা রাখাসহ তামাক ক্রয় বিক্রয় করছে কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)।

কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)’ জগতি চেচুয়া লীফ রিজিওন অফিসে খোলা থাকায় অনেক মানুষের সমাগম হচ্ছে।

একটি বিশ্বস্তসুত্রে জানা গেছে, শিল্পমন্ত্রনালয় থেকে একটা

অনুমোদন নিয়েছে কেবল অফিস খোলা রাখা ও সহায়তা করার জন্য। অথচ এ সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে তারা (বিএটিবি) রীতিমতো তামাক ক্রয় করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

শিল্প মন্ত্রনালয়ের উপসচিব মোখলেছুর রহমান আকন্দ স্বাক্ষরিত গত ৩ এপ্রিল এর অনুমোদন দেয়।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকার দেশের সব সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

কিন্তু তা উপেক্ষা করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিএটিবি টোব্যাকোর কর্মকর্তারাসহ সেখানকার কর্মীদের নিয়ে রীতিমতো জনসমাগম সৃষ্টি করেন। ফলে করোনা ভাইরাস বিস্তারের শঙ্কা দেখা দিলেও সেদিকে কোন তোয়াক্কা করছেন কতৃপক্ষ।

সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিএটিবি টোব্যাকো সরকারি আদেশ-নির্দেশ না মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা অবৈধ তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনও করছে।

তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

মেহেরপুরে খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না অধিকাংশ পরিবার

মেহেরপুরে কর্মহীন হয়ে পড়া অনেকেই পায়নি ত্রাণ সহযোগীতা। জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে ঘুরে ঘুরেও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে অনেকে। এমন কি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে মুঠোফোনে কল করেও মেলেনি খাদ্য সহায়তা। তালিকাতেও রয়েছে স্বজনপ্রীতি। সেই সাথে কিছু পরিবার একাধিকবার পাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দরিদ্র অসহায় কর্মহীন জনগনের চাল ও নগদ অর্থ বিতরণের লক্ষে মেহেরপুর জেলায় ৯৪১ মেট্রিক টন চাল,

২৭লাখ ৭৫ হাজার নগদ অর্থ এবং শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৫লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

এর মধ্যে গতকাল ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত ৩০ হাজর ৩৯৭ পরিবারের মধ্যে ৪১৬ মেট্রিক টন চাল, ১২ হাজার ৮শ পরিবারের মাঝে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার ৫শ টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত শিশু খাদ্যের অনুকুলে কোন টাকা বিতরণ করা হয়নি।

এদিকে সরকারি খাদ্য সহায়তা হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ, স্থানীয় সংসদ সদস্যর খাদ্য সহায়তা, জেলা পরিষদের খাদ্য সহায়তা, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করায় অনেক পরিবার এ সুবিধা না পেলেও কিছু পরিবার রয়েছে যারা একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ সহায়তা পেয়েছেন। ফলে ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া, কুতুবপুর, শোলমারী, শুভরাজপুর, তেরঘরিয়া আশ্রয়ন, বুড়িপোতা, নবিনগর খাল পাড়া, যাদবপুর, রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, বন্দর, বামনপাড়া, সুবিদপুর, সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে সঠিকভাবে পৌছাইনি ত্রাণ সুবিধা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এসেছে বলে জানিয়েছে জনপ্রতিনিধিরা।

সেই সাথে মেহেরপুর পৌর এলাকাতেও ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কর্মহীন অনেক মানুষ। আবার অনেকেই বলছে ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই কিন্তু কোন খোঁজ নেই।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সারা বংলাদেশে চলছে অঘোষিত লক ডাউন। এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরেও গত ২৪ মার্চ চলছে লক ডাউন। সেই সাথে সবাইকে ঘরে থাকার জন্য বলা হয়েছে। ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে ও সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে ইতিমধ্যে মাঠ নেমেছে সেনাবাহিনী।

এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই। নিম্ন ও মধ্য বিত্তদের দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে এই সব কর্মহীন মানুষদের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হলেও খাদ্য না পেয়ে হতাশায় পড়েছে অনেকে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের শুকুর আলী, লালন, রেশিয়া, সিদ্দীক, বাহাদুর, হাফেজ জানান, আজ প্রায় ২১ দিন হতে চললো কোন কাজ নাই। যে গুলো বাড়তি ছিল তাও শেষ। এখনো পর্যন্ত কোন ধরণের

সরকারি সুবিধা পাইনি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের ইউপি সদস্য ঘেন্টু জানান, আমাদের গ্রামে এ পর্যন্ত আমার হাতে ২৫টি ত্রাণের বস্তা এসেছে। কিন্তু চাহিদা অনেক আছে এই সিমিত ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে কিভাবে চাহিদা মেটাবো।

নিশ্চিন্তপুরের প্রায় ৫০টি পরিবার তাকিয়ে আছে সরকারি সহযোগীতার দিকে। এ নিয়ে আগেও সংবাদ প্রকাশ হয় কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। আজও তাদের মাঝে পৌছানি ত্রাণ সামগ্রী। এই গ্রামের সাহারুল নামের একজন জানান আমি ত্রাণেন জন্য উপজেলা পর্যায়ে এক কর্মকর্তার সাথে মোবাইলে কথা বলেছিলাম উনি বলেছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে।

তেরঘরিয়া আশ্রয়ন কেন্দ্রে প্রায় শতাধীক পরিবারের বাস। এদের মধ্যে কেউ কেউ কৃষি কাজ করে আবার কেউ ছোট খাট ব্যবসা করে। এখানে এখনো পর্যন্ত পৌছাইনি কোন ত্রাণ সুবিধা। সেই সাথে করোনা সচেতনতায় প্রশাসনের এখানে তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
শোলমারী গ্রামে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোটার। বেশির ভাগই মানুষ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। এই কৃষি ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই।

বুড়িপোতা গ্রামের ফয়েজ আলী, আদু মিয়া, আশুরা খাতুন, বুলু খাতুন, তোফাজ্জেল ইসলাম, ফুলজান খাতুন, বাবলুু, জাবলু, খোদেজান, ছোটবুড়ি খাতুন, চমপা খাতুন, হাওয়া খাতুন, সাত্তার আলী, হোসেন আলী জানান, মেহেরপুর লক ডাউন হওয়ার পর থেকেই কর্মহীন । নতুন করে আয় রোজগারের কোন উৎস নেই। অথচ ত্রাণের তালিকাতে তাদের কোন নাম নেই।

সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ইউপি সদস্য ওয়াসিম জানান, সরকারি ত্রাণ সুবিধা থেকে আমাদের গ্রামের অনেকেই এখনো বঞ্চিত। গ্রামের চায়ের দোকানদার থেকে শুরু করে অনেক কর্মহীন মানুষ এখনো পর্যন্ত পাইনি ত্রাণ সুবিধা। এদের মধ্যে আছে কাউছার আলী, জুল্লু, মশিউর, আশরাফ, আরিফুল ইসলাম হুড়ু, আব্দুর রহমান, সুজন টন্টের ঘাট, পাচ রাস্তার মোড়ের মিজার, উত্তর পাড়ার খোকন, মজিদ, আফসার আলী, হামিদুল ইসলাম ভুবন, ইদু মিয়া, দুখু মিয়া, দুবির, সাইরুল, হাফিজুল, বারাকপুরের খোকন জানান, আমাদের সংসার চলে চায়ের কাপে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এমন

অবস্থায় ইনকাম না থাকায় পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছি। এখনো পর্যন্ত কোন ত্রাণ সুবিধা আমরা পাইনি।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের রিক্সা চালক হাশেম আলী, কালু, জামাল শেখ, শুকুর আলী, কলা ব্যবসায়ী মনি, স্বামী হারা টুনা খাতুন, নজরুল ইসলাম, আরতী খাতুন। বামনপাড়ার রিভামদ্দি, কুদরত, দোকান কর্মচারি শাহাবুদ্দিন, কলিমদ্দিন, আবু তাহের, সেলুন দোকানি এরশাদ জানান, আমাদের দিন কাটছে অনাহারে কখনো অর্ধাহারে। আমরা কোন সরকারি বা বেসরকারি কোনভাবেই ত্রাণ সুবিধা পাইনি। এভাবে চলতে থাকলে না খেয়ে থাকতে হবে।

মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা সুফিয়ান বলেন, ৪ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া ও মাঠপাড়াতে ৬শ পরিবার এদের মধ্যে ৫শ পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে। এর মধ্যে ত্রাণ পেয়েছে মাত্র ১৫-২০টি পরিবার।

এছাড়াও নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকজন রিক্সা চালক জানান, আমাদের সমিতি ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই। অনেক চালক ইতিমধ্যে ত্রাণ সুবিধা পেয়েছে কিন্তু আমরা পাইনি। বাধ্য হয়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেও পুলিশের ভয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে।

এদিকে গত ১২ এপ্রিল ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ “মেহেরপুরে ২৩ হাজার পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সামগ্রী” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর সেখানে সাধারণ মানুষের রয়েছে ভিন্ন মতামত। এদের মধ্যে রাফসান সানি নামের একজন লিখেছেন, পেয়েছে কম বেশি কিন্তু স্বজনপ্রীতি হয়েছে। প্রকৃত দরিদ্রদের তালিকা সঠিকভাবে করা উচিত ছিল।

এইচ এম সাহেব নামে আইডি থেকে লিখেছেন, অফিসিয়ালি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ন্যাচারালি একটু ভিন্ন ছিলো। ইএস ইমন নামের আইডি থেকে লিখেছে, শুনেন স্যার ২৩ হাজার ত্রাণ আপনার খাতায় থাকতে পারে মানুষের বাড়িতে না। খোজ নিন আপনার ২৩ হাজার ত্রাণ কোথাই গেলো মানুষের ঘরে না চোরের ঘরে।

রুহুল আমিন রুহুল লিখেছেন, চাউল বিতরণের নামে দলবাজি চলছে। সৌদি প্রবাসী আইডি থেকে লিখেছেন কোথায় কোথায় গেলো বুঝলাম না। চাঁদবিল গ্রামের হাবিবুল্লাহ লিখেছেন, আমাদের আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামে এসে দেখে জান কতজন ত্রাণ পেয়েছে, আমার জানামতে যে কয়জন পেয়েছে তারা পাওয়ার উপযোগী নই। নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে ব্যস্ত। গ্রামের গরিব অসহায় লোকজন পেলো কিনা সেটা তাদের দেখার বিষয় নয়।

রফিকুল ইসলাম পথিক লিখেছেন, আওয়ামীলীগ দেখে তালিকা হয়েছে, ভিন্ন মতের মানুষ পাইনি বললেই চলে।

আরিফুর রহমান লিখেছেন, ২৩ হাজার আইডি কার্ড নিয়ে সরকারি ত্রাণ বৈধ করা হয়েছে। আরে ভাই কাগজ কলম ঠিক তো সব ঠিক।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যে পরিমান বরাদ্ধ এসেছে তাতে আমরা সকল নিম্ম আয়ের মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন বেশ কিছুদিন ধরে মেহেরপুর সদরসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করা হচ্ছে।

আজকেও যারা টাইলস মিস্ত্রি আছেন তাদের ১৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। গ্রামের অনেকেরই অভিযোগ প্রকৃত মানুষের কাছে ত্রাণ যাচ্ছে না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তালিকাতে এমন হতে পারে। এছাড়াও যারা পাইনি তারা পর্যায়ক্রমে পাবে।

নারী চিকিৎসককে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন মালিক

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কায় নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে এক নারী চিকিৎসককে বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন বাড়ির মালিক। ওই নারী চিকিৎসক সোনাইমুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গাইনি বিভাগে কর্মরত।

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ডা. আসমা আক্তার জানান, সোনাইমুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গাইনি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত। তারা সকলেই করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সরকার নির্দেশিত সকল নিয়ম কানুন মেনে সার্বক্ষণিক রোগীদের সেবা দিয়ে আসছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সোনাইমুড়ী উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে রফিক মাস্টারের এলাকার মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে তার ছোট বোনের পরিবারের সঙ্গে

থাকেন। তার স্বামীর বাড়ি কুমিল্লায়। হঠাৎ দু’দিন আগে বাড়ির মালিক মোহাম্মদ আলী তাকে ডেকে নিয়ে আর ওই ভবনে যেতে নিষেধ করেন এবং তাকে অপমান অপদস্ত করেন।
বাড়ির মালিক মোহাম্মদ আলীর ধারণা তার বাইরে যাওয়া-আসার কারণে তারা করোনা আক্রান্ত হবেন।

এদিকে, যানবাহন বন্ধ থাকার কারণে যেহেতু কুমিল্লায় গিয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকার সুযোগ নেই তাই বর্তমানে তিনি সোনাইমুড়ীতে একটি বেসরকারি হসাপাতালে কোনোভাবে দিন পার করছেন।

ওই চিকিৎসকের স্বামী জানান, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানার ওসিকে এ বিষয়টি অবহিত করেছেন। কিন্তু গত দু’দিনেও তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আমি কোনো অপরাধ করিনি। ওই নারী যে চিকিৎসক আমি তা জানি না।’ সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

কুর্মিটোলা হাসপাতালে চার শতাধিক নার্সের মানবেতর জীবন

ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, ওটি, ডরমেটরি ও মেঝেতে রাত্রিযাপন
বাজেট নেই অজুহাতে রোগীদের খাবার দেয়া হচ্ছে নার্সদের
বাসা থেকে জিনিসপত্র আনার পরও আবাসিক হোটেলে ঠাঁই হয়নি
নিম্নমানের পিপিই মাস্কে সংক্রমণ ঝুঁকিতে নার্সরা

রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চার শতাধিক নার্স মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আবাসিক হোটেলে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও, নানা অজুহাতে তাদের এখনও সেখানে ঠাঁই হয়নি।

দিনরাত রোগীদের সেবা দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাদের রাত্রিযাপন করতে হচ্ছে হাসপাতালের ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, পোশাক

বলে মনে করেন তারা।

নার্সরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সদের সমস্যা দেখার জন্য নার্সিং অধিদফতর থেকে করোনা সেল গঠিত হলেও, সেলের কেউ তাদের খোঁজ নেন না। তাদেরকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ (স্বানাপ) ও বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) একাধিক শীর্ষ নেতা জানান, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের নার্সদের আবাসিক ও খাওয়ার সমস্যা দ্রুত নিরসন না করলে করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে।

তারা আরও বলেন, চিকিৎসকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ব্যবস্থা করলেও, নার্সদের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চোইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, খুব দ্রুতই আবাসিক ও থাকা খাওয়ার সমস্যা সমাধান হবে। এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। জাগো নিউজ ২৪

করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৬৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস। ফলে ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২৬৬ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার ৮৩৮ জনে।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। এতে নিজের বাসা থেকে সংযুক্ত হন

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, করোনা শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই হাজার ১৯০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এতে আরও ২৬৬ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ফলে দেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে এক হাজার ৮৩৮ জন। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ১৫ জন। এতে মৃতের সংখ্যা হয়েছে ৭৫। আক্রান্তদের মধ্যে আরও নয়জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ৫৮ জন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি হাসপাতালে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে। যা করোনাভাইরাসের রোগীর জন্য বেশি প্রয়োজন। তবে করোনা আক্রান্তদের ৮০ শতাংশের বেশি রোগীর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অন্যদের অক্সিজেন সাপোর্ট ও কিছু ওষুধ লাগতে পারে।

জাহিদ মালেক বলেন, সারাদেশে এক সপ্তাহের মধ্যে আইসিইউ সাপোর্ট নিয়েছেন ২৭ জন। অর্থাৎ, প্রায় ১ দশমিক ৮ শতাংশ রোগী আইসিইউ সাপোর্ট নিয়েছেন। এই হারে ১০ হাজার রোগী যদি আইসিইউ সাপোর্ট নেন, তাহলে ১৮০টি ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লাগবে।

আইইডিসিআর পরিচালক ডা. ফ্লোরা জানান, আক্রান্ত এক হাজার ৮৩৮ জনের মধ্যে বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন প্রায় ৫০০ জন। আক্রান্তদের মধ্যে ৬৮ শতাংশ বাড়িতে ও ৩২ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। তবে হাসপাতালে যারা ভর্তি হয়েছেন তাদের সবার ক্ষেত্রে ভর্তির প্রয়োজন ছিল না। সামাজিক চাপের কারণে তাদের বাড়িতে না রেখে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনেও বলা আছে, কেউ চাইলে বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিতে পারেন, এতে হাসপাতালের ওপর চাপ কম পড়বে।

তিনি জানান, আক্রান্তদের মধ্যে ৪৬ শতাংশই রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা। এরপর ২০ শতাংশ নারায়ণগঞ্জের। এছাড়া গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও মুন্সিগঞ্জেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রাজধানীর মধ্যে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা মিরপুরে সবচেয়ে বেশি ১১ শতাংশ। করোনাভাইরাস প্রথমে টোলারবাগে শনাক্ত হলেও এখন তা মিরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর মোহাম্মদপুর, ওয়ারী ও যাত্রাবাড়ীতে ৪ শতাংশ করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া ধানমন্ডিতে ৩ শতাংশ রোগী পাওয়া গেছে।

ডা. ফ্লোরা জানান, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর বয়স বিভাজনে দেখা যায়, আক্রান্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১ শতাংশ ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী। ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী প্রায় ১৯ শতাংশ এবং ৪১ থেকে ৫০ বছর বয়সী আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশ। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২১ থেকে ৫০ বছর বয়সী মানুষের মধ্যেই সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ। নারী-পুরুষ বিভাজন দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ পুরুষ ও ৩২ শতাংশ নারী আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়।

বুলেটিন উপস্থাপনকালে করোনার বিস্তাররোধে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে। চীন পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিয়ে উঠলেও এখন ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ লাখ ৮৫ হাজার প্রায়। মৃতের সংখ্যা এক লাখ ৪৬ হাজারেরও বেশি। তবে সাড়ে পাঁচ লাখ রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। সবশেষ হিসাবে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ৮৩৮। মারা গেছেন ৭৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি নানা সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ। জাগো নিউজ24

রাতের আধারে খাবার পৌছে

দিচ্ছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধারে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।